৩৬তম জাতীয় সমাবেশ (দরবার) অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী,
এবং উপস্থিত আনসার ভিডিপি-র বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের আজকের এই সুন্দর আয়োজন আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬৭০ সদস্যকে। বীর শহীদদের যাঁরা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছেন। গভীর শ্রদ্ধা জানাই, দায়িত্ব পালনকালে জীবন উৎসর্গকারী সদস্যগণের প্রতি। আমি সকলের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর অংশগ্রহণ ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। অগণিত আনসার সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে যোদ্ধা হিসেবে অমূল্য অবদান রেখেছেন। দেশ মাতৃকার টানে অংশ নিয়েছে গেরিলা যুদ্ধের সাহসী সৈনিক হিসেবে। প্রশিক্ষণ শিবিরের দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবেও অবদান রেখেছেন। আনসার বাহিনীর ৪০ হাজার থ্রি নট থ্রি রাইফেল ব্যবহৃত হয় মুক্তিযুদ্ধে। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে ১২ জন আনসার নিজ বাহিনীর জন্য বিরল গৌরব বয়ে আনেন। আমি তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চার দশক ধরে ১৬টি আনসার ব্যাটালিয়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সাথে যে দায়িত্ব পালন করছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সমতল এলাকায় পুলিশ ও র‍্যাব-এর সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এই বাহিনীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জনজীবন ও জনসম্পদের নিরাপত্তায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা যুগান্তকারী। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ছাড়াও জাতীয় সংসদ ভবন, নির্বাচন কমিশন ও সচিবালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহেও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছে এই বাহিনীর সদস্যগণ।

আপনাদের ৪০ হাজার অঙ্গীভূত আনসার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং সহস্রাধিক শিল্প কারখানার সম্পদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত। ধর্মীয় উৎসব এবং জাতীয় নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন ও জাতীয় উৎসব উদ্যাপনকালে নিরাপত্তা প্রদানে এই বাহিনীর সততা ও নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ প্রদর্শন এই বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নেও আপনাদের অবদান প্রশংসার দাবি রাখে। আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রিয় কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আনসার-ভিডিপি বাহিনীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করি। এর উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ী এবং উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তাদের ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করি।

আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে হাসপাতাল স্থাপনসহ সারাদেশে বেশকিছু বহুতল বিশিষ্ট এস এম ব্যারাক নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই আনসার-ভিডিপি বাহিনীকে জাতীয় পতাকা প্রদান করা হয়। আমরা এই বাহিনী সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

গত বছর জাতীয় সমাবেশ দরবারে উপস্থিত হয়ে আমি আপনাদের প্রয়োজনীয় দাবিগুলো বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছি। এ বছরও আপনাদের প্রত্যাশাগুলো আমি শুনেছি। মনে রাখবেন, আমাদের সরকার সার্বক্ষণিকভাবে আপনাদের পাশে রয়েছে।

১৯৮৪ সালে প্রণীত টিওএন্ডই এখনও যুগোপযোগী করা হয়নি। যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। আপনাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ ও সংগঠন পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে।

সরকার আপনাদের আধুনিক অস্ত্র প্রদানের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করেছে। আইন ও বিধি বিধানের ঘাটতি পূরণেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণের মেয়াদ শূন্য বছরে নিয়ে আসার আইন সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনে বদ্ধপরিকর। আমরা গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত সর্বত্র সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিতে চাই। এ জন্য গ্রামের ৫০ লাখের বেশি আনসার-ভিডিপি সদস্যকে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। তাদের স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশ বাহিনীর সাথে আরও সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যাতে তারা নিজ নিজ এলাকার সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের চিহ্নিত ও প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের কর্মতৎপরতায় গ্রামের সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎপাদনমুখী কাজ করছে। ইতোপূর্বে ৩৬টি জেলার রেল লাইনের ঝুঁকিপূর্ণ ১ হাজার ৪১টি পয়েন্টে ৮ হাজার ৩২৮ জন আনসার ভিডিপি সদস্য নিরাপত্তায় মোতায়েন হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। সড়ক ও মহাসড়কের নিরাপত্তা বিধানেও সারাদেশের ৯৯৩টি পয়েন্টে প্রায় ১২ হাজার আনসার ভিডিপি সদস্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এজন্য আপনাদের মহাপরিচালকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সদস্যবৃন্দ,

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, গত অর্থ বছরে এই বাহিনীর অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রায় ১৭২ কোটি টাকায় ১৫টি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে আধুনিক কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, সম্প্রতি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ব্যাটালিয়ন সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়, সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়নে ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আপনাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে যে কোন সংকট মোকাবেলায় এই বাহিনী যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিবে বলে আমি আশা করছি।

আনসার বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে উন্নততর করা হচ্ছে। এই বাহিনী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ছাড়াও মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নাশকতার বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণ আনসারের প্রশিক্ষণে মার্শাল আর্ট ব্যুখান এবং অগ্নিশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের জন্য 'সিকিউরিটি সার্ভে কোর্স' এবং বিশেষায়িত ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তায় 'সিকিউরিটি ও প্রটেকশন কোর্স' এই বাহিনীকে আরো এগিয়ে নেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আপনারা ক্রীড়া ক্ষেত্রে আপনাদের সেরা অবস্থান অক্ষুণ্ন রেখেছেন। পর পর চারবার বাংলাদেশ গেমসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন। একাডেমিতে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে তা আপনাদের আরও কৃতিত্বের সাক্ষর রাখতে সহায়ক হবে।

প্রিয় সসদ্যবৃন্দ,

সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি। আপনাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমরা ধাপে ধাপে সেসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবো।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নারীর অগ্রযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মী বাহিনী হিসেবে প্রথম সারিতে দেখতে চাই। আমাদের সরকার এ জন্য আপনাদের সব ধরণের সহায়তা দিয়ে যাবে। মহান আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...